বিবাহ
বিভ্রাট

স্বপ্না প্রোডাকসন্স এর

বিবাহ বিভ্রাট

কাহিনী-চিত্রনাট্য-পরিচালনা :—**অসীম ব্যানার্জি**

সঙ্গীত :—**শ্যামল মিত্র**

চলচ্চিত্রায়ণ :— বিজয় দে

সম্পাদনা :— তরুণ দত্ত
প্রশান্ত দে

শিল্পনির্দেশনা :— গৌর পোদ্দার

শব্দানুলেখন :— জে. ডি. ইরানী

ব্যবস্থাপনা :— নির্মলেশ মজুমদার

সঙ্গীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা :—
সত্যেন চ্যাটার্জী

বহির্দৃশ্য শব্দানুলেখন :—
মৃনাল গুহঠাকুরতা

প্রচার পরিকল্পনা :— রঞ্জিত মিত্র

সহকারী :— পিণ্টু দত্ত

রূপসজ্জা :—মুন্সীরাম শর্মা

গীতরচনা :—
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

নেপথ্য কণ্ঠ ;— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র, নীতা সেন

পটশিল্প :— কবি দাসগুপ্ত

স্থিরচিত্র :— আর্টিকো

সাজ পোশাক সরবরাহ :—
গুপী ব্যানার্জী

সাজ পোশাক নির্মান :—
ফিট বেষ্ট

সাজ সজ্জা :— শের আলি

মণ্ডপ সজ্জা :—
এশিয়ান ডেকরেটর্স

পরিচয়লিপি :— দিগেন ষ্টুডিও

প্রধান সহকারী পরিচালনায় :—**সত্যেন গাঙ্গুলী**

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায় : বকুল মজুমদার। চলচ্চিত্রায়ণ : শান্তি দত্ত। বিমল চৌধুরী। বিশ্বজিত ব্যানার্জী। শব্দানুলেখন : সিদ্ধি নাগ। রূপসজ্জা : কার্তিক দাশ পটশিল্প : প্রবোধ ভট্টচার্য্য। ব্যবস্থাপনা : মহেন্দ্র বিশ্বাস ও বিশ্বনাথ দাস। অলোক সম্পাত : হেমন্ত দাশ। মনোরঞ্জন দত্ত। অনিল সরকার। সুখরঞ্জন দত্ত। দেবেন দাশ। বিনয় ঘোষ। মংরু। প্রচার : পিণ্টু দত্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—কৃষ্ণচন্দ্র দাশ। অনাথবন্ধু দত্ত। শালকিয়া ছাত্র ব্যায়াম সমিতি। চৌধুরী এণ্ড কোং। এস. কে. রায় ডেকরেটর্স (শালকিয়া)। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ। নলিনীরঞ্জন মিত্র। সুধীন সাহা সরোজ সেন গুপ্ত। তাপস রায়। সুধা মজুমদার। কমল ঘোষ। নির্মলকান্তি দাশ। বাবলু। মর্ডাণ ডেকরেটার্স। নলিনী ভট্টাচার্য্য। ডাবু গাঙ্গুলী। জিতেন্দ্র নাথ সেন। শচীন গাঙ্গুলী।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং পি. আর. প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ এর তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

গল্পাংশ

মিষ্টি সুরে সানাই বেজে চলেছে। তালে তালে তার মিলনের ছন্দ।

মালার বিয়ের লগ্ন রাত তিনটা পর্যন্ত। উৎসবের আনন্দে দীনেশবাবুর বাড়ী আজ মুখরিত। ...কিন্তু ধানবাদ থেকে সময় মত বর এসে পৌঁছয় না। সানাইয়ের মূর্ছনা যায় থেমে। উৎসব মুখর বাড়ীটার উপর হঠাৎ নেমে আসে বিষাদের ছায়া। তবে কি মালাকে লগ্নভ্রষ্টার অপযশ নিয়েই সারাজীবনটা কাটাতে হবে!

কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত সদম্ভে এগিয়ে আসে সামনের বাড়ীর ভবেশ-বাবুর একমাত্র ছেলে অশোক। অগ্নিসাক্ষী রেখে মালাকে সে তার জীবন সঙ্গিণীর মর্যাদা দেয়। সানাইয়ে আবার বেজে ওঠে বাহারের সুর।

বিয়ের রাতে অশোকের বাবা-মা ছিলেন অনুপস্থিত। পরদিনই ভবেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী ইলা ফিরে আসেন কলকাতায়। সরাসরি এ-বিয়েকে তাঁরা আইন বিরুদ্ধ... অশাস্ত্রীয় আখ্যা দিয়ে ছেলেকে জোর করে নিয়ে আসেন দীনেশবাবুর বাড়ী থেকে। আইনজ্ঞ বাপের রক্তচক্ষুর ভয়ে অশোক আসার সময়ে ও বাড়ীর কাউকেই কিছু বলে আসতে পারে না।

দীনেশবাবুর চোখে অন্ধকার নেমে আসে। ভাগ্যের এ কি নিদারুণ পরিহাস! আর মালা? বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। শুধু চোখের জলে সামনের সব কিছু ঝাপসা হয়ে ওঠে।

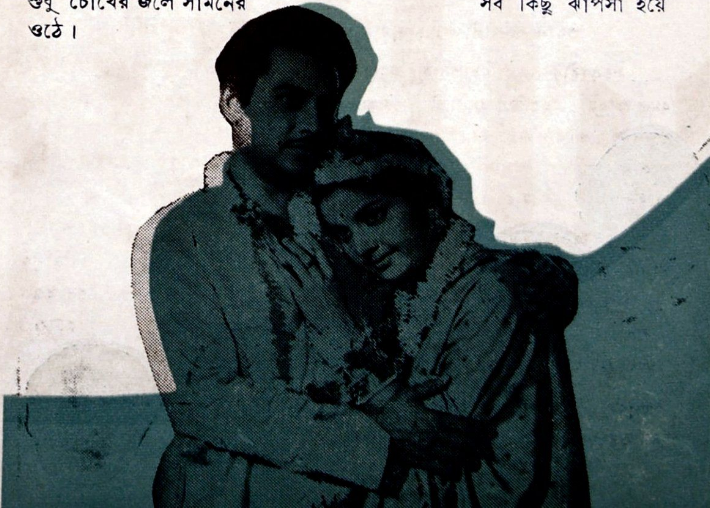

তবু জীবনে বাঁচতে গেলে এগিয়ে চলতেই হবে। বিধাতার এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মকে মেনে নিয়ে মালার দিনও এগতে থাকে। নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হয় তার গান। গানের মাষ্টার প্রশান্ত এসে গান শেখায় তাকে। কোনদিন বা তার সঙ্গেই এদিক-সেদিক একটু বেড়ায়। আর অবসর সময়ে নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে অপলকে চেয়ে থাকে অশোকের বাড়ীর দিকে। বুক ঠেলে বেড়িয়ে আসে পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস।

আর অশোক? থেকে থেকে তার দৃষ্টিও গিয়ে আছড়ে পড়ে মালার ঘরের জানালায়। অশোকের নিত্যসঙ্গী—তার পিসতুতো ভাই গোপাল। তারিই সঙ্গে সে কলেজে বসে, বাড়ীতে ব'সে শুধু আক্ষেপ করে, আর আলোচনা করে—কি উপায়ে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটানো যায়।

মালার এই দুর্ভাগ্যের জন্য অশোক নিজেকে যতটা দায়ী করে তার চেয়ে বেশি করে তার বাপ-মাকে। তাঁদের কি কোন কর্তব্যই নেই। মনে মনে মালাকে সমবেদনা জানায়. কিন্তু প্রশান্তর এই সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারটাকে অশোক কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। একি অনাচার। পরস্ত্রী হয়ে মালা কেন নির্লজ্জের মত ঐ পরপুরুষকে সঙ্গদান করবে! না না, এ অন্যায়। সে নিজে হাতে এর বিচার করবে ঠিক করে। এদিকে গোপাল কিন্তু ক্রমাগত অশোককে ধিক্কার দিতে থাকে কাপুরুষ বলে।

কিন্তু সত্যিই কি অশোক কাপুরুষ? সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মত মেরুদণ্ডের জোর কি তার নেই? সাত পাকে বাঁধা স্ত্রীকে সে কি সারাটা জীবনই এমনি লাঞ্ছিতা করে রাখবে?

মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননা অশোক সইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এই বিভ্রাটের সে অবসান ঘটায়। কিন্তু কেমন করে?—না, সেটুকু আর অশোক নিজের মুখে বলতে রাজী নয় বা লিখে জানাতেও নয়। ছিঃ— এতে যে তারও লজ্জা……মালারও।

সঙ্গীত

(১)

আজ তুমি চলে যেতে চেয়ো না।
কথা রাখ, না না ওগো যেয়ো না।
ঝরা ফুলেরই গন্ধে,
রাত ভরে আছে ছন্দে।
এই আবেশ যদি ভেঙে যায়,
মন তবু ব্যথা পেয়ো না।
আঁখি যদি হায় কাঁদে,
অধর তবু যে হাসে।
আমার এ ফাগুন বেলায়
শ্রাবণ কেন আসে।
মন যে আর মনে রয় না,
এই আড়াল কেন সয় না,
সাথীহারা পাখি গো
অমন করে গেয়ো না।

—০—

(২)

কে আছ বল এমন জনে,
যে কিনতে পারে আমার এ-মন?
ও-মন তোমার আমায় দাও,
বলই না কী দামটা চাও?
রাজ্য দেব, রতন দেব, দেব সিংহাসন।
না না না তার বদলে মিলবে না এ-মন।

সিঁথিমূলে দেব তোমায় টায়রা পরিয়ে,
রাঙাপায়ে দেব আমি নূপুর গড়িয়ে,
(আর) হাতে দেব সোনার কাঁকন।
না না না, তার বদলে মিলবে না এ-মন।
(ও কন্যা) বুনবো চাঁদের জরি দিয়ে
তোমার শাড়ির পাড়।
গাঁথবো আমি তারার ফুলে
সাতনরী সে হার।
(আলতা) দেব মনের মতন।
না না না, তার বদলেও দেব না এ-মন।

মনটা তোমায় দিতে পারি তাও কি
নেবে না,
মনেরই দাম নিয়ে তবু মন কি দেবে না ?
নইলে বিফল হবে জীবন ।
(আহা) তোমার মাঝে পেলাম
আমার মন ।

—০—

(৩)

বল তো, সে কথা কী ?
ভালবাসি-ভালবাসি-ভালবাসি ।
সেই কথাটি এ-জীবন ভোরে
সঞ্চয় করে রেখেছি ।
শুধু যে তোমায় বার বার আমি
সে-কথা শোনাতে ডেকেছি ।
আমারই সে-কথা বাতাস বলেছে
কানে কানে,
আমারই সে-কথা ভ্রমর বলেছে
গানে গানে ৷
নিজের কথাই আমি নিজেই
শুনেছি
আবেশেই ভুলে থেকেছি ।
যে-ফুল ফুটেছে শুধানু তারে,
কেন হাসো ?
সেই কথাটি সেও যে বলেছে
ভালবাসো ।
কল্পনারই কিছু সে রঙে
তোমারি ছবি এঁকেছি ।

(৪)

না না এ-মন মানে না কেন ।
তোমায় ছাড়া আমারই ভালবাসা
কিছুই জানে না কেন ।
রেখেছি যতনে বুকে তোমারি
সে মালা,
ফুল তার কাঁটা হয়ে দিক না
এ জ্বালা ।
তোমার পায়ের ধ্বনি
বাতাস আনে না কেন ।
অকূল আঁধারে প্রদীপ জ্বালায়ে
দেখি
হায়, তুমি নাই—তুমি নাই ।
আলো মোর কেহ নয় দূরে
সরে থাকে,
আমায় কাঁদাতে শুধু ছায়া
পড়ে থাকে ।
মরুহারা তটিনীরে
সাগর টানে না কেন ।

—অভিনয়ে—

অনুপ কুমার, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, উৎপল দত্ত,
৺রেনুকা রায়, গঙ্গাপদ বসু, ভারতী দেবী, দ্বিজু ভাওয়াল,
রাজলক্ষ্মী দেবী, নৃপতি চ্যাটার্জী, লতিকা দাশগুপ্ত,
হরিধন মুখার্জী, সত্য ব্যানার্জী,
পরাণ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র,
সত্যেন গাঙ্গুলী ।
হাসি মজুমদার, শ্রীমান বাপী, পরিমল মুখার্জী, এন. কুমার, শৈলজা রায়
কল্পনা ব্যানার্জী, অনিল মণ্ডল, শিউলি মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী প্রভৃতি ।

—পরিবেশনা—

উমা পিকচার্স

অভূতপূর্ব
শিল্পী সমাবেশে
যাত্রাজগতে আলোড়ন
সৃষ্টিকারী নাটকের
অনন্যসাধারণ চিত্ররূপ...
ব্রজেন দে রচিত
সোনাই দীঘি
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • অসীম ব্যানার্জী